ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

"বাংলাদেশে কয়লা ও এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্প: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়"
শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ খাত। চাহিদার অপরিহার্যতার প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ সরকারের একটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতির (১৮-ক অনুচ্ছেদ) অংশ হলেও পরিবেশগত সংকটাপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যা টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ৭ এবং ১৩ এর পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। অন্যদিকে, সকলের জন্য সুলভ, সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ সরবরাহে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী কয়লা ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসকে (এলএনজি) প্রাধান্য দিয়ে বাংলাদেশে জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ অব্যাহত রয়েছে। ২০২১ সালে ১০টি কয়লাভিত্তিক প্রকল্প বন্ধ করার পরও ২০৩০ সালের মধ্যে সরকার ১০,০০০-১২,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কয়লা থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। বাতিলকৃত কয়েকটি প্রকল্পকে এলএনজিতে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যা বিদ্যুৎ খাতকে আরও ব্যয়বহুল আমদানি নির্ভর জীবাশ্ম জ্বালানির দিকে ঝুঁকে পড়াকেই ইঙ্গিত করে। এছাড়া, বিদেশী ঋণের ঝুঁকি নিয়ে জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনের বেশি (উদ্বৃত্ত) উৎপাদনের ফলে ক্যাপাসিটি চার্জ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নবায়নযোগ্য খাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি না হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে এখাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিতে জোর দেওয়া হলেও এসংক্রান্ত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়েছে। তাছাড়া, সংশ্লিষ্ট অংশীজন কর্তৃক পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান (পিএসএমপি) এবং ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি এন্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান (আইইপিএমপি) প্রস্তুতে জাইকা ও টোকিও ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানি-টেপকো এর অঙ্গসংগঠনের স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে, দ্রুত বিদ্যুৎ সরবরাহ আইনের আওতায় জ্বালানি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয় বৈশ্বিক গড়ের দ্বিগুণ। জনপরিসরে এ সংক্রান্ত তথ্যের স্বল্পতা রয়েছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে বিবিধ অনিয়মের অভিযোগও গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ইতোপূর্বে টিআইবি পরিচালিত গবেষণায় কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ এবং পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষায় সুশাসনের ঘাটতি প্রতিফলিত হয়েছে। তবে, কয়লা এবং এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকল্পনা, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমে সুশাসন সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। ফলে, কয়লা এবং এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর পরিকল্পনা, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার দিকসমূহ সুশাসনের আঙ্গিকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি এবং এর পরিধি বা আওতা কতখানি?

গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকল্পনা, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের নীতিকাঠামো বিশ্লেষণসহ সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার এবং সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও বিধি-বিধান প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা; কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক প্রকল্প অনুমোদনের কারণ এবং প্রভাবকগুলো চিহ্নিত করা; গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, মাত্রা ও কারণ চিহ্নিত করা; এবং চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কী?

এটি একটি গুণগত পদ্ধতির গবেষণা। তবে ক্ষেত্রবিশেষে সংখ্যাগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। গুণগত পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ, যাচাই ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, জ্বালানি ও ইআইএ বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, আইনজীবী, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগণ, মানবাধিকারকর্মী, জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যম কর্মীসহ আরোও অনেকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগণের সাথে ফোকাস দলীয় আলোচনা (এফজিডি) করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নীতিমালা, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, প্রকল্পের পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিবেদন এবং ওয়েবসাইট বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনটি প্রকল্প এলাকা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ের অংশীজনের সাথে একটি চেকলিস্টের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে ৩টি প্রকল্প (২টি কয়লাভিত্তিক ও ১টি এলএনজিভিত্তিক) বেছে নেওয়া হয়েছে। এগুলো হলো- বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার সময়কাল কী?

গবেষণাটির সময়কাল ছিলো ফেব্রুয়ারী ২০২১ থেকে এপ্রিল ২০২২।

প্রশ্ন ৫: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে গুণগত গবেষণা পদ্ধতিতে অনুসরণকৃত চারটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য যথা: তথ্যের নির্ভরশীলতা, স্থানান্তরযোগ্যতা, নিশ্চয়তা ও বিশ্বস্ততা নিশ্চিত করা হয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে তথ্য যাচাইসহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে তথ্য যাচাই-বাছাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: গবেষণায় কী কী বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে?

গবেষণায় কয়লা ও এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও বিধিমালা: প্রণয়ন ও প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জ্বালানি মহাপরিকল্পনা- পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান; রিভিজিটিং পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান; বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০; বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫; কয়লা এবং এলএনজিভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রযুক্তিগত সক্ষমতার ঘাটতি; জ্বালানি প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা; স্বপ্রণোদিত এবং চাহিদাভিত্তিক তথ্য প্রকাশ; তদারকি এবং নিরীক্ষা; অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া, স্থান নির্বাচন, পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নসহ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ; প্রকল্প অনুমোদনে দুর্নীতি; ও ইআইএ সংশ্লিষ্ট অনিয়ম সহ আরো বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কী কী?

এ গবেষণায় একদিকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উৎপাদন সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও আইনের কিছু দুর্বলতা চিহ্নিত হয়েছে এবং অন্যদিকে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালাসহ আইনের কিছু বিধান পাশ কাটিয়ে কয়লা এবং এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, সার্বিকভাবে জ্বালানি খাতের অবকাঠামো উন্নয়নে দাতানির্ভর নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারী কর্তৃক বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের পলিসি ক্যাপচার করা হয়েছে। আইনি দুর্বলতার সুযোগে উদ্বৃত্ত কয়লা প্রযুক্তি বাংলাদেশে রপ্তানি করার মাধ্যেমে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। একদিকে যেমন নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারে সরকারের উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ নেই। অন্যদিকে, জীবাশ্ম জ্বালানি প্রকল্পে অধিক দুর্নীতি এবং দ্রুত মুনাফা তুলে নেওয়ার সুযোগ থাকায় প্রয়োজন না থাকলেও কয়লা এবং এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রভাবশালী মহলকে অনৈতিক সুবিধা প্রদানে প্রকল্প অনুমোদন, বিবিধ চুক্তি সম্পাদন, ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগ, বিদ্যুতের দাম নির্ধারণ এবং বিদ্যুৎ ক্রয়ে প্রতিযোগিতাভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার না করে বিশেষ বিধানের আওতায় চুক্তি ও কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। কয়লা এবং এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। পরিবেশ আইন লংঘন করে এবং নির্ভুল পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা ছাড়াই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ত্রুটিপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশ দূষণ এবং সংকটাপন্ন এলাকাসমূহে ঝুঁকি বৃদ্ধি পেলেও পরিবেশ অধিদপ্তর বিদ্যমান আইন ও বিধি কার্যকরভাবে প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে বন, নদী, খাস জমিসহ প্রাকৃতিক সম্পদের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নে নানাবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং পুলিশের গুলিতে আন্দোলকারীদের মৃত্যুসহ মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলেও বিচার না হওয়ায় অপরাধীদের এক প্রকার দায়মুক্তি প্রদান করা হচ্ছে যা এখাত সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালীদের অনিয়ম ও দুর্নীতিতে আরও উৎসাহিত করছে।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কী কী?

কয়লা এবং এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকল্পনা, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমে সুশাসন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ৭টি সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। সুপারিশসমূহ হল- জ্বালানি খাতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংশ্লিষ্টদের বাদ দিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণমূলক উপায়ে প্রস্তাবিত ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি এন্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান (আইইপিএমপি) প্রণয়ন করতে হবে এবং একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপসহ প্রস্তাবিত আইইপিএমপি'তে কৌশলগতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে গুরুত্ব দিতে হবে; বিদ্যুৎ ও জ্বালানী দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ বাতিল করতে হবে এবং ২০২২ সালের পরে নতুন কোনো প্রকার জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভর প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থায়ন না করার ঘোষণা দিতে হবে; জ্বালানি প্রকল্প অনুমোদন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন, ঋণের শর্ত নির্ধারণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা শুদ্ধাচার নিশ্চিত করতে হবে এবং এসংক্রান্ত সকল নথি প্রকাশ করতে হবে; জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশের ক্ষতি রোধ এবং জীবন-জীবিকা ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় চলমান ঝুঁকিপূর্ণ কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো স্থগিত করে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ কৌশলগত, সামাজিক ও পরিবেশগত সমীক্ষা সম্পাদন সাপেক্ষে অগ্রসর হতে হবে; আইএনডিসি'র অঙ্গীকার বাস্তবায়নে পরিকল্পনাধীন কয়লা ও এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমিতে সোলারসহ নাবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে; ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও বিতরণ এবং ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমে শুদ্ধাচার নিশ্চিত করতে হবে; এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সংঘটিত দুর্নীতির তদন্তপূর্বক সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন ৯: এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

এই গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে উল্লিখিত তথ্য-উপাত্ত কয়লা এবং এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকল্পনা, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমে সুশাসন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন ১০: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া, জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ইমেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে– মোবাইল: ০১৭১৪-০৯২৮২৩, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

*****